ভোরের কাগজ

AUG 1 1 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬...

সহকারী ৩ প্রভোস্টের সাক্ষ্য

আন্দোলনরত ছাত্রীদের গায়ে ছিটানোর জন্য পানি গরম করা হয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দিতে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন সহকারী প্রোক্টর বলেছেন, ২৩ জুলাই গভীর রাতে আন্দোলনরত মেয়েদের গায়ে ছিটানোর জন্য ২৩৫ নম্বর কক্ষে পানি গরম করা হচ্ছিল।

ধানমন্ডির নায়েম ভবনে তদন্ত কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার আগে ও পরে তারা সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। সাক্ষ্য গ্রহণের নবম দিনে গতকাল ৩ জন সহকারী প্রোক্টর সাক্ষ্য দিয়েছেন। ৩ জন সহকারী প্রোক্টর অধ্যাপক নাজমুল আহসান

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম

আন্দোলনরত ছাত্রীদের

● প্রথম পাতার পর

কলিমউল্লাহ, মোহাম্মদ সবুর মোল্লা এবং মোহাম্মদ শফিউল্লাহ। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হয়ে রাত পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এম তাফাজ্জাল ইসলাম।

বিচারপতি সহকারী প্রোক্টারদের মধ্যে নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহকে ঐ রাতের ঘটনার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবারও তাকে ১ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ পর্যন্ত যাদের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কলিমউল্লাহকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এদিকে ২৩ জুলাই রাতে শামসুন্নাহার হলের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পুনর্গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু করেছেন।

সহকারী প্রোক্টর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ সাক্ষ্য শেষে বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলামের কক্ষ থেকে বাইরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা হলে গিয়ে পরিস্থিতি খারাপ দেখতে পেয়ে প্রোক্টরের কাছে মোবাইল করি হলে আসার জন্য। কোনোভাবেই বোঝাতে না পেরে তার বাসায় যাই এবং তাকে হলে আসার অনুরোধ করি। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে তিনি বলেন, অনেক রাত হয়েছে। এখন তাকে ডিস্টার্ব করা ঠিক না। আপনারা যান, যা হয় আমি দেখছি।

অধ্যাপক কলিমউল্লাহ বলেন, আমরা নিরুপায় হয়ে আবার হলে ফিরে যাওয়ার জন্য হল গেটে গিয়ে দেখতে পাই পুলিশ গেট ধাক্কাচ্ছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা যা করছেন ঠিক করছেন না। তখন পুলিশের এডিসি আব্দুর রহিম আমাকে বলে উপরের নির্দেশ আছে।

আমরা হলের মধ্যে প্রবেশ করে দোতলায় মেয়েদের চিৎকার শুনতে পাই। প্রভোস্ট ম্যাডাম আমাদের কয়েকজন মহিলা পুলিশ নিয়ে ঐ রুমে যাওয়ার জন্য বলেন। আমরা গিয়ে দেখি ২৩৫ নম্বর কক্ষের সামনের বারান্দায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েরা আমাদের বলে স্যার অবৈধ মেয়েদের বের করেন তা না হলে আমরা রুমে যাবো না। আমরা ২৩৫ নম্বর কক্ষে প্রবেশ করে ঐ কক্ষের মেয়েদের আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য বললে তারা রাজি হয় না। আমরা এক রকম ২৩৫ নম্বর কক্ষে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ি। আমাদের সঙ্গে রমনা থানার ওসি লুৎফর রহমান এসআই আব্দুস সাত্তারসহ তিনজন পুরুষ পুলিশ ছিল এবং কয়েকজন মহিলা পুলিশ ছিল। রাত আনুমানিক সাড়ে ১২টায় আমরা দেখতে পাই ২৩৫ নম্বর কক্ষে মেয়েরা পানি গরম করছে। এতো রাতে পানি গরম করছো কেন? জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে আন্দোলনরত মেয়েদের গায়ে ছিটানোর জন্য। আমরা এ কথা শুনে আঁতকে উঠি এবং আমাদের হস্তক্ষেপে সেটা বন্ধ হয়।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রোক্টর নজরুল ইসলাম, শামসুন্নাহার হলের অপসারিত প্রভোস্ট সুলতানা শফি ও দৈনিক প্রথম আলো, ইত্তেফাক, ইনকিলাব ও সংবাদ সংস্থা আবাসের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি সাক্ষ্য দিতে আসবেন বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।